দৈনিক খবর

তারিখ ... 11 JUL 1991
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৭

07

# ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রতিবাদ

গত ৩রা ও ৪ঠা জুলাই '৯১ তারিখের দৈনিক খবর পত্রিকায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিতর্কিত ভিসি নিয়োগ শীর্ষক শিরোনামের সংবাদটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। প্রকাশিত তথ্য সম্পূর্ণ মিথ্যা, ভিত্তিহীন, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং সত্যের অপলাপ মাত্র। আমরা এ ধরনের সংবাদ প্রচারের বিরুদ্ধে জোর প্রতিবাদ ও ক্ষোভ প্রকাশ করছি।

দীর্ঘদিন ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ে একের পর এক অশুভ ও অস্বাভাবিক পরিস্থিতি বিরাজ করছিল। এ পরিবেশ হতে উত্তরণের লক্ষ্যে ছাত্র, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সংগ্রাম সর্বোপরি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক মনোনীত নবনিযুক্ত ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ডঃ মুহম্মদ আব্দুল হামিদ যোগদানের পর যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তিমিত কর্মকান্ড সচল ও সুশৃঙ্খলভাবে চলছিল, ঠিক সে মুহূর্তে উল্লেখিত বানোয়াট সংবাদ প্রচার অত্যন্ত দুঃখজনক।

সংবাদদাতা নিশ্চয়ই অবগত নন যে, প্রফেসর আব্দুল হামিদ মুক্তিযুদ্ধের সময়কালে উচ্চ শিক্ষার জন্য যুক্তরাজ্যে অবস্থান করলেও তিনি সেখানে মহান মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত সৃষ্টি করছিলেন এবং সক্রিয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধের জন্য সাহায্য-সহযোগিতা করেছিলেন যার প্রমাণ ১৯৭৩ সালের ২৩শে আগস্ট তারিখে প্রকাশিত দৈনিক বাংলার বাণীসহ অন্যান্য পত্রিকায় আমরা লক্ষ্য করি।

সুতরাং না জেনে এবং যাচাই না করে ঢালাওভাবে মিথ্যা প্রচারের অপচেষ্টা নিশ্চয়ই নিন্দনীয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর হতে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের পূর্ব পর্যন্ত প্রফেসর আব্দুল হামিদকে নিয়ে কোন বিতর্ক উঠল না। আর ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে যোগদানের পর তিনি হলেন বিতর্কিত ব্যক্তি। এটা স্ববিরোধিতা নয় কি?

মোঃ গোলাম সাকলায়েন
জন সংযোগ কর্মকর্তা,
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়।